কুরআনের সাথে

ইমরান হেলাল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

সাইফুল ইসলাম

[০১]

সবুজ রং যখন খুব বেশি গাঢ় হয়, দেখতে কালচে দেখায়। আরবরা এধরনের কালচে গাঢ় সবুজ রংকে বলে "أَحْوَىٰ"। কোনো নারীর ঠোঁট যদি প্রাকৃতিকভাবেই কালচে হতো, আরবরা তাকে বলতো "حوّاء"।

এবার সুরা আল-'আলার (৪-৫) আয়াত দুটো পড়ি:

وٱلذي أخرج المرعى فجعله غثآء أحوى

And who brings out the pasture. And [then] makes it black stubble. (Sahih International)

যিনি তৃণ ইত্যাদি বের করেছেন। অতঃপর তাকে কাল আবর্জনায় পরিণত করেছেন। (Taisirul Quran)

অর্থাৎ আল্লাহ মাটি থেকে সবুজ সতেজ ঘাস উৎপন্ন করেন, এরপর সেই ঘাস যখন সূর্যের তাপে শুকিয়ে যায়, এর সতেজতা ও সবুজতাকে বিলীন করে দিয়ে তাকে কাল আবর্জনা, খড়-কুটোয় পরিণত করেন।

[০২]

মরুভূমিতে কূপ খননের সময় বা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ বিশাল, শক্ত এমন কিছু পাথর বেরিয়ে আসতো, যাকে আর কোনোভাবেই ভাঙ্গা যেত না। বাধ্য হয়ে খোঁড়ার কাজটাই বাদ দিতে হতো। এধরনের পাথরকে আরবরা বলতো "كُدْيَة"। আর বলতো "أَكْدَيْنَا" অর্থাৎ আমাদের কাজ এখানেই শেষ।

সুরা নাজমের ৩৩-৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

أَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلَّى. وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى

"আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়? আর সামান্য দান করে এরপর হাত গুটিয়ে নেয়?"

অর্থাৎ খোঁড়ার সময় যখন "كدية" সামনে এসে পড়লে লোকেরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে চলে যেত। ঠিক তেমনি যারা আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা সামান্য কিছু দান করে এরপর এমনভাবে হাত গুটিয়ে নেয়, যেন তাদের সামনে বিশাল কোন বাধা এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের পক্ষে আর দান করা সম্ভব নয়।

[০৩]

কালেভদ্রে হঠাৎ করেই এমন কিছু ভয়াবহ বিপদ বা বিপর্যয় আমাদের জীবনে এসে পড়ে, মনে হয়, ঐ বিপদের ভারে আমাদের মেরুদন্ডটাই যেন ভেঙ্গে যাবে। আরবিতে মেরুদন্ডকে বলে "فقرة"। আর এধরনের মহাবিপর্যয়কে আরবরা বলে "فاقرة"।

এবার চলে যাই সুরা কিয়ামাহ, ২৪-২৫ নং আয়াতে। কিয়ামতের দিন কাফেরদের অবস্থার বর্ণনা:

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ

আর সেদিন অনেক মুখমন্ডল হবে বিবর্ণ-বিষন্ন। তারা নিশ্চিত জানবে যে এক বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে।

সবচেয়ে কাছাকাছি অনুবাদ করেছেন মুফতি তকি উসমানী: "And many faces, that day, will be gloomy, realizing that a back-breaking calamity is going to be afflicted on them."

অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশের ঠিক আগ মুহুর্তে কাফেরদের চেহারা দুঃখ-দুশ্চিন্তায় ফ্যাকাসে ও কালো হয়ে যাবে। কারণ তারা বুঝতে পারবে তারা এমন এক ধ্বংসকারী বিপদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, যা মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়ার মত। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এধরনের পরিণতি থেকে।

[০৪]

আগের দিনে তো পানি জমিয়ে রাখার জন্য ট্যাংক ছিল না। লোকেরা তখন তাদের গবাদিপশুর জন্য মাটিতে বিশাল এবং গভীর কিছু গর্ত খুঁড়ে, সেখানে পানি জমিয়ে রাখতো, অনেকটা পুকুর বা চৌবাচ্চার মত। আরবিতে এর নাম ছিল "جَوَابٍ"। একবচনে "جَابِيَة"।

মহান আল্লাহ কিছু সংখ্যক জ্বিনকে তাঁর নবি সুলাইমানের অধীনস্থ করে দিয়েছিলেন। তারা সুলাইমান আলাইহিস সালামের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জিনিস নির্মাণ করতো। সেসব জিনিসের একটি ছিল বাসন বা খাওয়ার পাত্র যেখান থেকে লোকেরা খায়। তো, কত বড় ছিল জানেন এক একটা বাসনের সাইজ?

সুরা সাবার ১৩ নং আয়াত:

وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ

চৌবাচ্চার মত বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করতো।

সুবহান আল্লাহ! বলা হয়ে থাকে, এ বিশাল সাইজের পাত্রগুলো থেকে একসাথে এক হাজার মানুষ খাবার খেতে পারতো।

বিশেষ দ্রষ্টব্য - এই আয়াতের আরো একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, ডেকচির বিশেষণ (راسيات)। এই শব্দটা সাধারণত পাহাড়ের জন্য ব্যবহার করা হয়, কারণ পাহাড়কে নড়ানো যায় না। কিন্তু ডেকচিগুলোকে নড়ানো যেত না কেন?

তাদের বিশাল সাইজের কারণে অথবা এগুলোকে খোঁদাই করে বানানো হতো তাই।

[০৫]

ক্যাম্পে কখনো তাঁবু খাঁটিয়েছেন? তাঁবু যাতে বাতাসে উড়ে না যায়, সেজন্য শক্ত কিছু খুঁটি বা লম্বা পেরেক দিয়ে তাঁবুর প্রান্তগুলো মাটিতে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেয়া হয়। আরবিতে এগুলোকে বলে "أَوْتَادُ"। একবচনে "وَتِد"। এই শব্দের আরো ব্যবহার আছে, তবে মোদ্দাকথা হলো, যা দিয়ে কোনো কিছুকে স্থির রাখা হয় বা ফিক্সড করা হয়।

এবার সুরা নাবার আয়াত-৭ পড়ি:

وَالجِبَالَ أَوْتَاداً

"(আর আমরা কি করিনি) পাহাড়গুলোকে পেরেক (স্বরূপ)?"

আমরা জানি, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, একইসাথে নিজের অক্ষের উপরও ঘুরে চলেছে। কিন্তু এত ঘোরাঘুরির পরও কি ভূপৃষ্ঠের সবকিছু উলটপালট হয়ে যাচ্ছে? নাহ! আমরা দিব্যি যে যার কাজ করে যাচ্ছি, সবকিছুই যার যার জায়গায় স্থির, শান্ত হয়ে আছে। কিন্তু কিভাবে? কারণ আল্লাহ পাহাড়গুলোকে পেরেক সদৃশ করে দিয়েছেন, যাতে ভূপৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় থাকে। আলহামদুলিল্লাহ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য - শব্দটি কুর'আনে আরো দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং দু'বারই ফির'আউনের সাথে। ফির'আউনকে বলা হয়েছে, "পেরেক বা খুঁটির অধিকারী"। কিন্তু কেন?

এটা আপনাদের বাড়ির কাজ।

[০৬]

সুরা শুরার ৩২নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلۡجَوَارِ فِى ٱلۡبَحۡرِ كَٱلۡأَعۡلَٰمِ

"আর সমুদ্রে চলমান পর্বতসদৃশ জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন"।

পাহাড়ের আরবি (جَبَلٌ) এর সাথে আমরা মোটামুটি পরিচিত হলেও, এর অন্য আরেকটি সমার্থক শব্দ হলো, عَلَمٌ। যার বহুবচন أَعۡلَام এই আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

একটু খেয়াল করলে দেখবেন, শব্দটা عِلْم (জ্ঞান) এর খুব কাছাকাছি। এমন কোনো কিছু, যা থেকে মানুষ সুনির্দিষ্ট কিছু জানতে পারে বা চিনতে পারে, সেটাই হলো عَلَم। আগের দিনে তো ম্যাপ ছিল না, মানুষ পথ চেনার জন্য পাহাড়কে ল্যান্ডমার্ক হিসেবে মনে রাখতো, যেহেতু পাহাড় নির্দিষ্ট একটি জায়গায় স্থির। পাহাড়কে عَلَم বলা হয় কারণ লোকেরা এর মাধ্যমে তাদের পথ চিনতো। ঠিক একই কারণে যুদ্ধের পতাকাকে عَلَم বলা হয়, যার মাধ্যমে যুদ্ধরত বাহিনীর পরিচয় জানা যায়। এখনো আধুনিক আরবিতে, দেশের পতাকাকে عَلَم বলা হয়। আর ঠিক একই কারণে মানুষের নাম (Proper noun) এর আরবি হলো عَلَم।

[০৭]

গম বা চাল হাতে নিলে দেখবেন বেশ শক্ত। কিন্তু গমের আটা, ময়দা বা চালের গুঁড়া দেখুন, কেমন? এই যে গুঁড়ো করার প্রসেস, এটাই হলো "بَسٌّ", আর এই যে গুঁড়ো, এগুলো হলো "بَسِيسٌ"।

কিয়ামতের দিনের একটি বর্ণনা, সুরা ওয়াকিয়ার (৫-৬) নং আয়াতে,

وَبُسَّتْ الجِبَالُ بَسّاً، فَكَانَتْ هَبَآءً مُنْبَثّاً

এবং পাহাড়গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে এবং বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে।

আব্দুল হালিম অনুবাদ করেছেন, "And the mountains are ground to POWDER and turn scattered dust"।

এই যে এত বিশাল সব পাহাড়; রকি, উহুদ, কিলিমানজারো কিংবা ক্রেওকাডং সব সেদিন স্রেফ পাউডার হয়ে উড়ে যাবে। মহান আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা এবং কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এই ধরনের আয়াতগুলোতে ফুটে উঠে খুব তীব্রভাবে।

[০৮]

আজ আপনাদের জানা একটি শব্দের অর্থ একটু ভিন্নভাবে জানাবো। আচ্ছা বলুন তো, 'আক্বল (عَقْلٌ) মানে কী? এটা তো একদম সহজ! বুদ্ধি, বিবেকবোধ, বোধশক্তি ইত্যাদি।

আচ্ছা। মূলত (عقل) মানে কোন কিছুকে বেঁধে রাখা, ধরে রাখা বা আটকে রাখা। যেমন, وعَقَلَتِ المرأة شعرها মানে মহিলাটি তার চুল বেঁধে রেখেছে অথবা উটকে যে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়, সেটিকে বলা হয় عِقَال । কিন্তু বাঁধা বা আটকানোর সাথে বুদ্ধি-বিবেকের সম্পর্ক কী?

আছে। কারণ বুদ্ধি বা বিবেক মানুষকে এমন কোনো কথা বলা বা কাজ করা থেকে বাধা দান করে যা নিন্দনীয়।

ঠিক একই কারণে 'আক্বলের আরেকটি প্রতিশব্দ হচ্ছে (حِجْرٌ) । হিজর মানেও কিন্তু বাধা দেয়া। যেমন, কা'বার একপাশে যে অর্ধচন্দ্রাকৃতির দেয়াল আছে, সেটার নাম হিজর, কারণ এটি তার ভেতরের অংশে তাওয়াফ করতে বাধা দেয়। ঠিক একইভাবে বুদ্ধি বা বিবেকও মানুষকে এমন কিছু করতে বাধা দেয়, যা তার করা উচিত নয়। সুরা ফাজরের ৫নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

هَلْ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ

"নিশ্চয়ই এর মাঝে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য"।

এবার আরো একটি প্রতিশব্দ, (نُهَى) একবচনে (نُهْيَةٌ)। এটা বুঝা আরো সহজ, কারণ نَهَى অর্থ তো সবাই জানেন, নিষেধ করা, যেমন নাহি 'আনিল মুনকার - মন্দ কাজের নিষেধ করা। তো বুদ্ধি বা বিবেকও মানুষকে খারাপ বা ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ সুরা ত্বহার ৫৪ নং আয়াতে বলেন,

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى

"নিশ্চয়ই এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে"।

মজার না?

[০৯]

আরবি ভাষার একটি চমৎকার দিক হলো এটি রুট বেসড (শব্দমূল ভিত্তিক), অর্থাৎ একটি রুট থেকে যতগুলো শব্দ আসে, তাদেরকে বিশ্লেষণ করলে ঐ আদি শব্দমূলের অর্থ তাদের মাঝে পাওয়া যায়। উদাহরণ দিলে বিষয়টা ভাল বুঝা যাবে। যেমন, (ج ن ن) এই রুটের মূল অর্থ হলো ঢাকা, লুকানো বা গোপন থাকা। এবার এই রুট থেকে আসা শব্দগুলো (শুধুমাত্রে কুর'আনে ব্যবহৃতগুলো) দেখা যাক।

১) সুরা আন'আমের ৭৬ নং আয়াতঃ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي

"এরপর রাত যখন তাকে আচ্ছন্ন করলো, তিনি নক্ষত্র দেখে বললেন, এটি আমার রব"।

আয়াতে ব্যবহৃত ক্রিয়াটি হলো (جَنَّ) যার অর্থ আচ্ছন্ন করা, আবরণে ঢাকা, আচ্ছাদিত করা। রাত যখন তাকে ঢেকে ফেললো, অর্থাৎ যখন রাত নামলো।

২) জ্বিন (جِنٌّ) । এটা তো স্পষ্ট; জ্বিন জাতিকে মানুষের চোখ থেকে আড়াল করে/ লুকিয়ে/ঢেকে রাখা হয়েছে। সুরা আ'রাফের ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

"সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না "।

৩) মায়ের পেটে থাকা ভ্রূণকে বলা হয় জানিন (جَنِيْنٌ), বহুবচনে (اَجِنَّةٌ)। কারণ এটি গুপ্ত, মানুষের চোখ থেকে গোপন থাকে। মহান আল্লাহ সুরা নাজমের ৩২ নং আয়াতে বলেনঃ

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

"তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবহত, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে"।

আমরা কথা বলছিলাম, আরবি ভাষায় শব্দমূলের সাথে আগত শব্দগুলোর অর্থের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা নিয়ে। আমরা উদাহরণস্বরূপ (ج ن ن) এই রুট নিয়ে আলোচনা করছিলাম যার মূল অর্থ হলো ঢাকা, লুকানো বা গোপন থাকা।

৪) যুদ্ধক্ষেত্রে ঢালের কাজ হলো প্রতিপক্ষের অস্ত্রের আঘাত থেকে ঢালধারী ব্যক্তিকে রক্ষা করা। অর্থাৎ ঢাল তার শরীরকে অস্ত্রের আঘাত থেকে ঢেকে রাখে। আরবিতে ঢালকে বলা হয় জুন্নাহ (جُنَّةٌ)। মহান আল্লাহ সুরা মুজাদালার ১৬ নং আয়াতে বলেনঃ

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

"তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে"।

৫) জান্নাত (جَنَّةٌ) অর্থ মোটামুটি সবার জানা, বাগান। তবে বাগানের আরো আরবি প্রতিশব্দ আছে; যেমন বুস্তান (بستان), হাদিক্বা (حديقة) ইত্যাদি। বাগানকে জান্নাত বলা হয়, কারণ তা এর ভিতরে যা আছে তাকে ঢেকে রাখে। এজন্য অনেকে বলেছেন শুধুমাত্র লম্বা লম্বা গাছ (যেমন, খেজুর গাছ) দিয়ে পরিবেষ্টিত বাগানকেই জান্নাত বলা হয়, কারণ এসব বাগানের বাইরে

থেকে ভিতরে কি আছে তা দেখা যায় না। সুরা কাহাফের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا

"আপনি তাদের কাছে দু ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে দুটি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং এ দুটিকে খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি এবং দু এর মাঝখানে করেছি শস্যক্ষেত্র"।

৬) আমাদের সর্বশেষ শব্দটি হলো জিন্নাহ (جِنَّةٌ) যার অর্থ পাগলামি। আর পাগলকে বলা হয় মাজনুন (مَجْنُوْنٌ)। কারণ পাগলামি বা উন্মাদনা সেটি যে কারণেই ঘটে থাকুক তা ব্যক্তি ও তার আক্বলের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় কারণ তা আক্বলকে ঢেকে দেয়। মহান আল্লাহ সুরা সাবার ৪৬ নং আয়াতে বলেনঃ

مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ

"তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উম্মাদনা নেই"।

সুরা তাকভিরের ২২ নং আয়াতঃ

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ

"এবং তোমাদের সাথী পাগল নন"।

[১১]

সিদক্ব (صِدْق) শব্দের অর্থ তো কমবেশি আমাদের সবারই জানা আছে - সত্য, সত্যবাদিতা। যেমন মহান আল্লাহ সুরা আহযাবের ২৪ নং আয়াতে বলেছেনঃ

لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ

"এটা এজন্য যাতে আল্লাহ, সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন" ।

আচ্ছা বেশ। আরবিতে বন্ধুকে সাদিক্ব (صَدِيْقٌ) বলা হয়। দুটি শব্দের মূল কিন্তু একই। হুম, তাহলে একটা সম্পর্ক তো আছে। সেটি হলো, সেই বন্ধুকেই সাদিক্ব বলা হয়, যে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক বা ভালবাসায় সত্যবাদী। অর্থাৎ সত্যিকারের বন্ধু যাকে বলে, দুধের মাছি টাইপ বা বিপদে ফেলে রেখে চলে যায় এমন না।

কিন্তু কিয়ামতের দিন?

সেদিন পথভ্রষ্টদের যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তারা বলবেঃ

فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

"অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই"।

আফসোস! দুনিয়ার বন্ধুত্ব যদি আল্লাহর জন্য না হয়, সেদিন কোন কাজে আসবে না।

[১২]

আরবি ক্যালেন্ডারের ১২টি মাসের মধ্যে শুধুমাত্র ১টি মাসের নামই কুর'আনে উল্লেখ আছে, আর সেটি হচ্ছে রমাদান (رَمَضَان)। মহান আল্লাহ সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ... ...

"রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন ... ..."

গত ২-১ বছর ধরে রমাদান মাস আসছে গরমের সময়, এবার তো সম্পূর্ণ মাসটাই গ্রীষ্মকালের ভিতর দিয়ে যাবে। মজার বিষয় হলো, রমাদান শব্দটার সাথে গরম বা উত্তাপের একটা সম্পর্ক আছে। অনেকের মতেই রমাদান শব্দটি এসেছে (رَمْضٌ) থেকে, যার অর্থ উত্তাপ। গ্রীষ্মের সূর্যের প্রচণ্ড তাপে যখন মরুভূমির বালি প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে যেত তাকে বলা হতো (أَرْضٌ رَمِضَةٌ)। অথবা যেমন (أَحْرَقَتْهُ الرَّمْضَاءُ) গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ তাকে ঝলসে দিয়েছে।

তো আরবরা যখন আদিভাষা থেকে তাদের মাসের নাম নির্ধারণ করছিল, রমাদান মাসের সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল, তাই তারা ঐ মাসের নাম রাখে রমাদান।

কিন্তু সাওমের সাথে কি রমাদানের মূলের কোন সম্পর্ক আছে?\

হুম...থাকতে পারে। ক্ষুধার জ্বালাকে বলা হয় ইরতিমাদ (ارْتِمَاض), আমরা বাংলায়ও বলি "ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে!" আবার রমাদা (رَمَضَ) মানে পুড়িয়ে দেয়া। যেমন (رَمَضْتُ اللَّحْمَ) আমি মাংস পুড়িয়ে ভুনা করেছি। রমাদান মাসের সাওমও তেমনি সিয়াম পালনকারীর গুনাহকে পুড়িয়ে দেয়।

[১৩]

যাকাত (زَكَاةٌ) ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে একটি এবং গুরুত্বের দিক থেকে সালাতের পরই যাকাতের অবস্থান। মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে সালাত এবং যাকাতকে বহু স্থানে একত্রে উল্লেখ করেছেনঃ

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ

"আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত দাও"।

যাকাত শব্দের মূল (ز ك و) এর অর্থগুলো ঘুরে ফিরে দুটি প্রধান বিষয় নির্দেশ করে; বৃদ্ধি এবং পবিত্রতা। যেমন (زَكَا الزّرع) ফসলের বৃদ্ধি ঘটেছে। সুতরাং সম্পদের যাকাতকে যাকাত বলা হয়, কারণ এর মাধ্যমে যাকাত আদায়কারী তার সম্পদে মহান আল্লাহর কাছ থেকে বরকত এবং প্রবৃদ্ধি আশা করে। কেউ বলেছেন, কারণ যাকাত সম্পদকে পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র করে। অনেকেই বলেছেন, বরং দু'টোই। এবং যাকাত যে শুধুমাত্র সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে এবং এর বৃদ্ধি ঘটায় তা নয়, বরং যাকাত আদায়কারীর নফস বা অন্তঃকরণকেও পরিশুদ্ধ করে এবং তার পুরস্কারের স্তর বৃদ্ধি পায়।

আমরা সাদাকা (صَدَقَةٌ) বলতে সাধারণত নফল বা যাকাতের অতিরিক্ত দানকে বুঝিয়ে থাকি, কুর'আন ও হাদিসে কিন্তু যাকাত বুঝাতেও সাদাকা

শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। খোদ যে আয়াতে যাকাতের খাতের বর্ণনা আছে সুরা তওবার ৬০ নং সে আয়াতটিই দেখুনঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... ...

"যাকাত শুধুমাত্র ফকির, মিসকিন, ...এর জন্য"।

অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামান পাঠানোর সময় নির্দেশ দিয়েছেনঃ

أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم

"... ...তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর সাদাকা ফরয করেছেন ....."।

গত একটি পর্বে সিদকের (সত্যবাদিতা) সাথে সাদিকের (বন্ধু) সম্পর্কের কথা বলেছিলাম। ঠিক তেমনিভাবে যাকাতকে সাদাকা বলা হয়, কারণ তা যাকাত আদায়কারী ব্যক্তির গায়েবের উপর ঈমানের এবং আল্লাহর প্রতি তার ভালবাসার সিদক বা সত্যবাদিতার প্রমাণ বহন করে। কারণ যে ব্যক্তি পরকালের উপর সত্যিকার অর্থে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহকে নিজের সম্পদের চেয়েও বেশি ভালবাসে না, তার পক্ষে নিজের কষ্টার্জিত প্রিয় সম্পদ থেকে যাকাত হিসেব করে তা সঠিকভাবে ব্যয় করা সম্ভব হয় না।

[১৪]

খেজুর ছাড়া ইফতার বা রমাদান মাসের কথা তো চিন্তাও করা যায় না। এই খেজুরের মাঝেও কিন্তু কুর'আনের কিছু শক্তিশালী ও চিন্তা উদ্রেককারী শব্দ লুকিয়ে আছে!

একটা খেজুর হাতে নিন। এবার সেটা দু'ভাগ করুন। দেখবেন খেজুরের মাংসল রসালো অংশ আর আঁটির মাঝামাঝি খুব পাতলা সাদা রঙের একটি আবরণ। আরবিতে এর নাম (قِطْمِيْر) ক্বিত্বমীর।

এবার সুরা ফাতিরের ১৩নং আয়াতটি পড়ুনঃ

يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ

"তিনি রাতকে দিনের মাঝে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মাঝে প্রবেশ করান। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অধীন করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ছুটে চলেছে। ইনি আল্লাহ; তোমাদের প্রভু, রাজত্ব তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তো খেজুর বীচির পাতলা আবরণেরও মালিক নয়।"

সুবহান আল্লাহ! কত দূর্বল উপাস্যদের মানুষ ডেকে চলেছে; সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বাদ দিয়ে, যারা কিনা একটা তুচ্ছ খেজুর বীচির পাতলা আবরণেরও অধিকারী না।

[১৫]

ক্বিত্বমীর নিয়ে কথা বলেছিলাম; কিন্তু খেজুরের ভেতর এর চেয়েও তুচ্ছ এবং ছোট কিছু আছে! আর সেটি হলো (فَتِيْل) ফাতিল।

খেজুরের ভেতর থেকে আঁটি বা বীচিটা বের করে আনুন। দেখবেন খেজুর বীচির গায়ের এক পাশে একটা ফাটল থাকে। আরেকটু ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন, সেই ফাটলের ভেতর সুতার মত কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটিই হচ্ছে ফাতিল।

মহান আল্লাহ সুরা ইসরার ৭১ নং আয়াতে বলেনঃ

يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍۭ بِإِمَـٰمِهِمْۖ فَمَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُوْلَـٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَـٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"স্মরণ করুন সে দিনকে, যখন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের ইমামসহ (নেতা, আমলনামা বা আসমানি কিতাব) ডাকব। অতঃপর যাদের ডান হাতে তাদের ‘আমলনামা দেয়া হবে, তারা তাদের ‘আমলনামা পড়বে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না।"

সামান্য মানে কত সামান্য? এই খেজুর বীচির ফাটলে থাকা সুতা পরিমাণ অবিচারও কারো সাথে করা হবে না।

[১৬]

একটা খেজুরের ভেতর সবচেয়ে ক্ষুদ্র যে অংশটুকু দৃশ্যমান হতে পারে সেটি হলো (نَقِيرٌ) নাক্বীর।

খেজুরের আঁটি বা বীচিটা বের করে নিন। বীচির যে পাশে ফাটল থাকে, তার অপর পিঠে ভাল ভাবে খেয়াল করে দেখুন, খুবই ছোট একেবারে বিন্দুর মত একটা গর্ত আছে। এটিই হচ্ছে নাক্বীর!

মহান আল্লাহ সুরা নিসার ১২৪ নং আয়াতে বলেনঃ

وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا

"আর পুরুষ বা নারীর মধ্যে কেউ মুমিন অবস্থায় সৎ কাজ করলে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না"

সুবহান আল্লাহ! মানে একেবারে এই ক্ষুদ্র বিন্দুর মত গর্ত পরিমাণও না।

এরপর থেকে যখনই কোন খেজুর খাবেন, এই তিনটি জিনিস (ক্বিত্বমীর, ফাতিল, নাক্বীর) দেখে নিবেন এবং সামনে কেউ থাকলে তাদেরও দেখিয়ে নিবেন। অবাক হবেন না যদি বলি একজন সুইডিশ খ্রিষ্টান নারী যাকে ক্বিত্বমীর কী সেটা দেখানোর পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন!

[১৭]

শাফ'উ (شَفْعٌ) অর্থ হলো জোড়; অর্থাৎ যা বিজোড়ের বিপরীত। যেমন (اَلشَاة الشَافع) বলা হয় যে ভেড়ার সাথে তার বাচ্চা থাকে। মহান আল্লাহ সুরা ফাজরের ৩নং আয়াতে বলেনঃ

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

"আর কসম জোড় এবং বিজোড়ের"।

শাফা'আত (شَفَاعَةٌ) মানে তো সবাই জানি, সুপারিশ। আর শাফি'ই (شَفِيع) সুপারিশকারী। যেমন সুরা মুদ্দাসসিরের ৪৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ কাফিরদের ব্যাপারে বলেনঃ

فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ

"(কিয়ামতের দিন) সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না"

কিন্তু এই দুটো শব্দের মাঝে সম্পর্কটা কোথায়? সেটা হলো সুপারিশকারী একা থাকে, এরপর সুপারিশের মাধ্যমে সে নিজের সাথে আরেকজনকে জুড়ে নেয়; মানে জোড় হয়।

[১৮]

শব্দমূল (ظ ه ر) থেকে উদ্ভূত শব্দগুলোর অর্থ "প্রকাশ্যতা/ বাহ্যতা" এবং "শক্তি/ সামর্থ্য" এই দুটি মূল অর্থের সাথে সম্পর্কিত থাকে। যেমন যাহির (ظَاهِر) মানে বাইরের দিক, বাহ্য। সুরা রুমের ৭নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, অথচ পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে ওরা উদাসীন।

পিঠ/ পৃষ্ঠদেশকে আরবিতে যহর (ظَهْر) বলা হয়, এর মাঝে দুটো অর্থই পাওয়া যাবে। পিঠ একই সাথে যেমন কোন প্রাণীর দেহের দৃশ্যমান অংশ একই সাথে দেহের শক্তিশালী একটি অংশ। এজন্য পিঠে বোঝা বহন করা তুলনামূলক ভাবে সহজ।

সুরা ইনশিক্বাক্ব, আয়াত ১০:

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ

পক্ষান্তরে যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছন দিক থেকে দেওয়া হবে।

সাহায্যকারীর অনেক আরবি প্রতিশব্দ আছে। এর মধ্যে একটি হলো যাহীর (ظَهِير)। কারণ একজন সাহায্যকারী আপনাকে শক্তিশালী করে। যেন সে নিজের পিঠকে আপনার পিঠের সাথে লাগিয়ে আপনাকে শক্তি যোগায়। সুরা সাবার ২২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ

এবং ওদের কেউ তাঁর কাজে সাহায্যকারী নয়।

দিনের কোন সময়টা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ্য এবং আলোকিত থাকে, বলুন তো? দুপুরের সময়। এজন্যই এর আরবি যুহর (ظُهْر)।

[১৯]

ঈদ (عِيْدٌ) শব্দটির মূল হলো (عود) যার অর্থ হলো চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে আসা অথবা কোন কিছু শুরু করার পর পুনরায় করা। যেমন মহান আল্লাহ সুরা রুমের ২৭নং আয়াতে বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

"আর তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনর্বার একে সৃষ্টি করবেন"

সুতরাং ঈদকে ঈদ বলা হয় কারণ এই খুশির দিনটি প্রতি বছর বছর ফিরে আসে। আরেকটি মত হলো, কারণ মানুষ এর দিকে ফিরে যায় অর্থাৎ এই দিনে একত্রিত হয়। তবে প্রথম মতটিই বেশি প্রসিদ্ধ।

যাই হোক, কুর'আনে কি ঈদ শব্দটি আছে? হ্যাঁ, তবে আমাদের ঈদুল ফিতর কিংবা আদ্বহা বুঝাতে নয়। বরং ঈসা আলাইহিস সালামের একটি দু'আতেঃ

قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلۡ عَلَيۡنَا مَآئِدَةٗ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدٗا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةٗ مِّنكَۖ وَٱرۡزُقۡنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

"মারইয়াম-তনয় ‘ঈসা বললেন, ‘হে আল্লাহ্ আমাদের রব! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা পাঠান; এটা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তি সবার জন্য হবে আনন্দোৎসব স্বরুপ এবং আপনার কাছ থেকে

নিদর্শন। আর আমাদের জীবিকা দান করুন; আপনিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।"

শব্দমূল (ب ط ن) এর অর্থ শব্দমূল (ظ ه ر) এর ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ গোপন, অপ্রকাশ্য, অস্পষ্ট এবং অভ্যন্তর। যেমন, সুরা আন'আমের ১৫১নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের ধারে-কাছেও যাবে না"

ঠিক একারণেই (ظَهْر) মানে যেমন পিঠ, (بَطْن) মানে পেট। যেমন, সুরা মু'মিনুনের ২১নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا

"আর তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে চতুষ্পদ জন্তুগুলোয়; তোমাদেরকে আমরা পান করাই তাদের পেটে যা আছে তা থেকে"

কোন কিছুর ভেতর বা অভ্যন্তর বুঝাতেও (بَطْن) শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং ভেতরের অংশ বুঝাতে বাত্বিন (بَاطِن)। যেমন, সুরা আর-রহমানের ৫৪ নং আয়াতে জান্নাতিদের বর্ণনায়ঃ

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ

"সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে এমন ফরাশে যার অভ্যন্তরভাগ হবে পুরু রেশমের"

সর্বশেষ হলো বন্ধু। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যে আপনার ভেতরের খবরও জানে, সে হলো বিত্বানাহ (بِطَانَة)। মহান আল্লাহ সুরা আলে-ইমরানের ১১৮ নং আয়াতে বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না"

[২১]

ফিতনা (فِتْنَة) শব্দটা শুনেনি এরকম লোক বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না, যদিও শব্দটা আরবি। আমরা যখন বলি "বর্তমান সময়টা ফিতনাময়" আমরা মূলত বুঝাই, সময়টা সমস্যা সংকুল, বিপদাপন্ন। ফিতনা মানে মূলত পরীক্ষা বা যাচাই। কিন্তু এর সাথে পোড়ানোরও একটা সম্পর্ক আছে। স্বর্ণকে যখন আগুনে পুড়িয়ে এর মান পরীক্ষা করে দেখা হয়, বলা হয় (فتنت الذهب)। অথবা যেমন (ورق فتين) পোড়ানো রূপা।

এজন্যই কু'রআনের কিছু আয়াতে এই দুটি অর্থকেই তাফসিরে বিবেচনা করা হয়। যেমন, সুরা বুরুজের ১০নং আয়াতে আসহাবে উখদুদের ঘটনায়ঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

নিশ্চয় যারা মুমিন নরনারীকে বিপদাপন্ন করেছে, অর্থাৎ তাদের পরীক্ষার মুখোমুখি করেছে যাতে তারা তাদের দ্বীন থেকে ফেরত যায় অথবা নিশ্চয় যারা মুমিন নরনারীকে জ্বালিয়েছিল, কারণ তারা আগুনের গর্ত খুঁড়ে সেখানে মুমিনেদের নিক্ষেপ করেছিল। দুটি অর্থই এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সালাফদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। একারণে অনেকে এভাবে অনুবাদ করেছেন, নিশ্চয় যারা মুমিন নরনারীকে আগুনে জ্বালিয়ে বিপদাপন্ন করেছিল।

[২২]

স্কুল-কলেজে থাকার সময় ইংরেজি ২য় পত্রের Appropriate preposition এর কথা মনে আছে? Preposition এর পার্থক্যের কারণে কিভাবে একই শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়? বইয়ের প্রথম উদাহরণটা আমার এখনও মনে আছে; Abide in (বাস করা), Abide by (মেনে চলা)। আরবিও এর ব্যতিক্রম নয়। কুর'আনে ব্যবহৃত সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণটাই দিই।

তওবা করা অর্থাৎ "তাবা"র (تَابَ) মূল অর্থ মূলত ফিরে আসা। কারণ বান্দা গুনাহের পর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর "দিকে" ফিরে আসে। এজন্যই তওবা করা বুঝাতে (تاب إلى) অর্থাৎ "দিকে" ব্যবহৃত হয়। যেমন, সুরা নুরের ৩১নং আয়াতেঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

অথবা সুরা মায়িদার ৭৪ নং আয়াতঃ

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তবে কি তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।"

কিন্তু যখন তওবা শব্দটি আল্লাহর সাথে ব্যবহৃত হয়, তখন কবুল করা বুঝানোর জন্য (تاب على) ব্যবহৃত হয়। যেমন, সুরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতেঃ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ

সুতরাং তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের কে মার্জনা করেছেন।

অথবা সুরা বাকারার ৩৭নং আয়াতেঃ

فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অতঃপর আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনিই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

আরও একটা বিষয় প্রসঙ্গক্রমে চলে আসলো। উপরের আয়াতে আল্লাহর একটি গুণ, তিনি আত-তাওআব (التواب), কারণ তিনি বারবার বান্দার তওবা কবুল করেন। আত-তাওআব গুণটি বান্দার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। তখন অর্থ হবে, যে বারবার তওবা করে। যেমন সুরা বাকারার ২২২নং আয়াতঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন।

[২৩]

কুফর (كُفْرٌ) মানে যে, অবিশ্বাস বা ঈমানের বিপরীত, এটা আমরা সবাই জানি। এর থেকে উদ্ভূত আরো কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর অর্থ বুঝতে হলে, কুফরের শাব্দিক অর্থ বুঝতে হবে। কুফর মানে কোন কিছুকে ঢেকে দেয়া বা ঢেকে রাখা। আর একারণেই রাতকে কাফির বলা হতো, কারণ তা দিনকে ঢেকে দেয়।

মানুষ যখন কোন উপকারকে স্বীকার করতে চায় না, অস্বীকার করে, সে যেন ঐ নিয়ামতকে ঢেকে রাখতে চায়। এজন্য অকৃতজ্ঞতা বুঝাতে কুর'আনের বহু জায়গায় শোকরের বিপরীতে কুফর ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সুরা বাকারার ১৫২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ে না।

মানুষের উপর আল্লাহর কত নিয়ামত। কিন্তু সে এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে বরং আল্লাহর একত্বকেই অস্বীকার করে বসে! এর চেয়ে বড় কুফর আর কি হতে পারে?

সুরা যুখরুফের ১৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ

নিশ্চয়ই মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।

সুতরাং (শাব্দিক অর্থে) অস্বীকারকারী কাফির, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিও কাফির, ঠিক তেমনি কৃষকও কাফির! কিভাবে? কারণ কৃষক কি করে? মাটিতে বীজ বোপন করে, সে বীজগুলোকে "ঢেকে দেয়"। যেমন সুরা হাদিদের ২০ নং আয়াতেঃ

مَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ

এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার উৎপন্ন শস্য –সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকার করে।

কোন ভুল করে ফেললে কাফফারার বিধান তো জানেন। শপথ ভঙ্গের কাফফারা, রোযা ভঙ্গের কাফফারা, ভুলবশত হত্যার কাফফারা ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ কাফফারা সে ভুলকে ঢেকে দেয়। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। যেমন সুরা মায়িদার ৮৯ নং আয়াত।

কোন গুনাহ করার পর তাওবা করলে আল্লাহ তাঁর গুনাহগুলোকে মাফ করে দেন। এমনভাবে ঢেকে দেন, যেন সে গুনাহ করেই নি। যেমন আল্লাহ সুরা মায়িদার ৬৫নং আয়াতে বলেনঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

আর যদি কিতাবীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমরা তাদের পাপসমূহ অবশ্যই মুছে ফেলতাম এবং তাদেরকে সুখময় জান্নাতে প্রবেশ করাতাম।

[২৪]

কখনো নৌকা, লঞ্চ বা জাহাজে চড়েছেন? চড়ে না থাকলেও দেখেছেন তো অবশ্যই। নৌকা যখন শব্দ করে পানি কেটে সামনে এগিয়ে যায়, দৃশ্যটা চমৎকার। আরবদের ভাষায় (مَخَرَتْ السَفِينَة)।

আল-কুর'আনের সুরা নাহলের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন; যাতে তোমরা তা হতে তাজা গোশত (মাছ) আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে বের করতে পার নিজেদের পরিধেয় অলংকার। এবং তোমরা দেখতে পাও, ওর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে। আর যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

নৌকার বিশেষণটা খেয়াল করেছেন? (مَوَاخِر), এক বচনে (مَاخِرَة)। মাঝে মাঝে কুর'আনের কিছু শব্দ সামনে আসলে মাথা চুলকাতে হয় কিছুক্ষণ। এই শব্দটা সেরকম।

[২৫]

যাত্রা শুরুর অপেক্ষায় নৌকায় বসে ছিলাম। যাত্রীরা একটু ধীরে সুস্থে ঘাটে আসছিল। নৌকার মাঝি চেঁচিয়ে উঠল: "তারাতরি গরি উডো না। মৌজা আইনর আগে আগে তোয়ারারে পৌছাই দি। মৌজা আই গেলি তো ভিজি যাইবা গুই" [তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন। মৌজা আসার আগেই আপনাদের পৌঁছে দিই। মৌজা এসে গেলে তো ভিজে যাবেন]।

"মৌজা" শব্দটা আমার জন্য নতুন। বুঝতে পারছিলাম জোয়ার সংক্রান্ত কিছু একটা, কিন্তু এক্স্যাক্টটি ধরতে পারি নি। পরদিন সকালে কথা প্রসঙ্গে আব্বুকে জিজ্ঞেস করলাম, মৌজা মানে কী?

আব্বু বললেন - ঢেউ।

ওহ হো। "মৌজা" তার মানে আরবি "মাওজ" (مَوْجٌ) এর পরিবর্তিত বাংলা রূপ! দেখছেন নি কারবার!

নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনার বর্ণনায় সুরা হুদের ৪২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

"আর তা পাহাড়সম ঢেউয়ের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে চলছিল"

আরবিতে ঢেউকে মাওজ বলা হয় কেন? কারণ মাওজ শব্দটার মূলধাতুর অর্থ হল অস্থিরতা, উত্তেজনা, বিশৃঙ্খলা। আশা করি যারা ঢেউ নিজের চোখে দেখেছেন বা ভিডিওতে দেখেছেন, তাদের আর ব্যাখ্যা করতে হবে না সম্পর্কটা।

টিভিতে কখনো পোকামাকড়ের চলাচল বা আক্রমণের ফুটেজ দেখেছেন। কয়েক লাখ পোকা যখন একসাথে চলে, একটা আরেকটার গায়ে উঠে পড়ে, একজন এদিকে যায়, আরেকজন ওদিকে যায়, খুবই অস্থির ও বিশৃংখল একটা অবস্থা। এরকম একটা সিচুয়েশনের বর্ণনা আছে কুর'আনে। সুরা কাহাফের ৯৯ নং আয়াতে:

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ

"আর সেদিন আমি তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেব যে, তারা একদল আরেক দলের উপর তরঙ্গমালার মত আছড়ে পড়বে"।

আয়াতের ক্রিয়াটা খেয়াল করেছেন? (يَمُوجُ)।

এরকম সিচুয়েশনটা কখন ঘটবে? যারা একে আগের আয়াতের সাথে সংযুক্ত করেছেন, তাদের মতে ইয়াজুজ মাজুজকে যখন আল্লাহ ছেড়ে দিবেন, তাদের অবস্থা এরকম হবে। আর যারা পরের অংশের সাথে সংযুক্ত করেছেন, তারা বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা এরকম হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

মুসা আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন, যেন তাঁর ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে তাঁর সাহায্যকারী বানিয়ে দেন, যাতে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পায়। দুআর জবাব তো গত পর্বে উল্লেখ করেছি। আজকের সেই দুআর বর্ণনাটি মহান আল্লাহ কুরআনে কীভাবে তুলে ধরেছেন, সেটি বলছি। সুরা ত্ব-হা; আয়াত ২৯-৩২:

وَٱجۡعَل لِّی وَزِیرا مِّنۡ أَهۡلِی (٢٩) هَـٰرُونَ أَخِی (٣٠) ٱشۡدُدۡ بِهِۦۤ أَزۡرِی (٣١)
وَأَشۡرِكۡهُ فِیۤ أَمۡرِی٣٢

"আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন। এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন।"

"শক্তি" অর্থটা বুঝাতে ব্যবহৃত শব্দটা হলো আযর (أَزْر), আসলে এটার মানে হচ্ছে পিঠ বা কোমরের অংশটা। অর্থাৎ "আমার কোমর মজবুত করে দিন" বলার মত। এটা যে কোমরের সবচেয়ে শক্ত অংশ সেটা আরো ভালো বুঝবেন, যদি বলি এটা হচ্ছে সেই অংশ যেখানে লুঙ্গি বা পাজামা গিঁট বাঁধা হয়। লুঙ্গি, পাজামা বা নিম্ন পরিধেয় বস্ত্রের আরবি কী জানেন? ইযার (إِزَار)

[২৯]

আরবি (بهت) মূলের অর্থ হলো হতভম্ব বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাওয়া। যেমন, কুরআনে ইবরাহিম আলাইহিম সালামের যুক্তি শুনে নমরূদের অবস্থা বর্ণনায় সুরা বাকারার ২৫৭নং আয়াতে এসেছে:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ

তুমি কি সেই ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা কর নি, যে ইবরাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে তর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। ইবরাহীম তাকে যখন বলল, 'আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান'। সে বলল, 'আমিও জীবিত করি এবং মৃত্যু ঘটাই'। ইবরাহীম বলল, 'আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো দেখি'। তখন সেই কাফিরটি হতভম্ব হয়ে গেল।

মিথ্যা অপবাদ বুঝাতে আরবিতে বেশ কিছু শব্দ আছে। কাযিব, ইফক, ইফতিরা ইত্যাদি। তেমনি একটি শব্দ - বুহতান (بهتان); শব্দটির সাথে (بهت) মূলের একটা সম্পর্ক আছে। যখন এমন কোনো মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়, যার ভয়াবহতা ও জঘন্যতায় শ্রোতা যেন হতভম্ব হয়ে পড়ে, কি বলবে আর বুঝে আসে না, সেই অপবাদ হলো - বুহতান। এজন্যই কুরআনে বেশ কিছু আয়াতে নির্দোষ ব্যক্তির উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার বর্ণনায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এর মধ্যে আছে মারিয়াম ও আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর ঘটনা দুটিও।

যেমন- আয়িশার (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ঘটনায় সুরা নুরের ১৬নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

তোমরা যখন এটা শুনলে তখন তোমরা কেন বললে না যে, এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলা ঠিক নয়। আল্লাহ পবিত্র ও মহান, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!

[৩০]

উদহিয়্যা শব্দটার সাথে পরিচয় বড় জোর ৫-৬ বছর। এর আগে পর্যন্ত কুরবানের ঈদ, কুরবানের গরু, কুরবানের ছুটিই শুধু শুনে এসেছি। এখনও শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ উদহিয়্যা কি সেটা বুঝবে না। আরবে উদহিয়্যা শব্দের প্রচলন বেশি থাকলেও ভারতীয় উপমহাদেশে কুরবান, কুরবানিই প্রচলিত। এত কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হলো, কুরবান (قربان) শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবির যে কোনো প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রও জানে কারিব (قريب) মানে কাছে, নিকটে এবং এই মূলটি মূলত নৈকট্য বা কাছাকাছি হওয়াকে নির্দেশ করে। যেমন, সুরা ইসরার ৩২ নং আয়াত:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى

তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না।

নৈকট্যশীল বান্দাদের বলা হয় মুকাররাবুন (مقربون) যেমন, সুরা আলে-ইমরানের ৪৫নং আয়াতে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

তিনি দুনিয়াতে সম্মানিত এবং আখিরাতে নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

তাহলে কুরবান মানে কী? কুরবান হচ্ছে এমন যে কোনো কিছু, যা বান্দাকে মহান আল্লাহর কাছাকাছি করে তোলে; যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়।

যেমন, সুরা মায়িদার ২৮ নং আয়াতে আদম আলাইহিস সালামের দুই ছেলের ঘটনায় বলা হয়েছে:

وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّۘ إِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانٗا فَتُقُبِّلَ مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمۡ يُتَقَبَّلۡ مِنَ ٱلۡأٓخَرِۚ قَالَ لَأَقۡتُلَنَّكَۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ

আদমের দু'পুত্রের খবর তাদেরকে সঠিকভাবে জানিয়ে দাও। উভয়ে যখন একটি করে কুরবানী হাজির করেছিল, তখন তাদের একজনের কাছ থেকে কবুল করা হলো। আর অন্যজনের কাছ থেকে কবুল করা হলো না। সে বলল, আমি তোমাকে অবশ্য অবশ্যই হত্যা করব। অন্যজন বলল, 'আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের কাছ থেকে কবুল করেন।

কোনো কিছু ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ বা টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া বুঝাতে (صدع) মূল থেকে আগত কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন: সুরা হাশরের ২১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

لَوۡ أَنزَلۡنَا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٖ لَّرَأَيۡتَهُۥ خَٰشِعٗا مُّتَصَدِّعٗا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ

আমি যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি দেখতে যে, তা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। এ সব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

পাহাড় মুতাসাদ্দি' (متصدع) অর্থাৎ চুরমার হয়ে যেতো।

সুরা তারিকের ১২ নং আয়াতে আল্লাহ জমিনের শপথ করার ক্ষেত্রে বলেছেন:

وَٱلۡأَرۡضِ ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ

শপথ জমিনের যা বিদীর্ণ হয়।

জমিন বিদীর্ণ হয় কখন? যখন গাছের চারার অঙ্কুর জমিন ভেদ করে উঠে আসে।

কিন্তু যে শব্দটা একটু অদ্ভুত লাগতে পারে, সেটা হলো, সুদাআ (صداع) বা মাথাব্যথা। সুরা ওয়াকিয়ার ১৯ নং আয়াতে জান্নাতের সুরা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ

তা পান করার ফলে তাদের মাথাব্যথা হবে না, আর না তারা জ্ঞান হারাবে।

কিন্তু মাথাব্যথার সাথে বিদীর্ণ হওয়ার সম্পর্ক কী? সম্পর্কটা আপনি ভালোমত বুঝে যাবেন, যদি কখনো আপনার প্রচন্ড মাথাব্যথা হয়। আমরা তখন কী বলি? "আহ! মাথাটা ছিড়ে যাচ্ছে। মাথাটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে"!

[৩২]

আল-কুরআনে 'মেঘ' এর জন্য বেশ কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তার একটি হলো, গামাম (غمام)। আরবি এই শব্দমূলটি মূলত কোনো কিছুকে ঢেকে ফেলা, আচ্ছাদিত করা, বন্ধ করে দেয়া ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে।

যেমন: চুল যদি সামনে কপালকে বা পেছনে ঘাড়কে ঢেকে ফেলে, তাকে বলা হয় গামাম (غمم)। আবার উটের নাক বা চোখে এক ধরনের পট্টি বেঁধে দেয়া হয়, যাতে তারা কোনো ঘ্রাণ না পায় এবং দেখতে না পায়, এই পট্টির নাম হলো গিমামা (غمامة)।

সুতরাং এমন প্রকান্ড ঘন মেঘ যা সূর্যকে ঢেকে দেয়, সেটাই হলো গামাম।

বনী ইসরাইলের উপর মহান আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহগুলোর কথা উল্লেখ করার সময় মরুভূমিতে ছায়ার ব্যবস্থা করে দেয়ার কথা বলেছেন। সুরা বাকারার ৫৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ؕ

"আর আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের প্রতি ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ অবতীর্ণ করেছিলাম"।

'দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা, দূর্যোগ' ইত্যাদি বুঝাতেও আল-কুরআনে কয়েক ধরনের ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার একটি হলো - গাম্ম (غمّ)। এটি এমন তীব্র কষ্ট বা দূর্যোগ, যা অন্তরকে ছেয়ে ফেলে, মন-মেজাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, অনেকটা ডিপ্রেশন বলতে আমরা যা বুঝি তার মত। মুসলিমরা এধরনের এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল ওহুদের দিন।

নবিজির নির্দেশ অমান্য করার কারণে সেদিন নিশ্চিত বিজয় মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে গেছিল। শুধু সেটাই না, বরং যে গানিমার জন্য তারা নির্দেশ অমান্য করেছিল সেটাও আর লাভ হয়নি, উল্টো মুশরিকরা তাদের উপর চড়াও হয়ে বসে, পাল্টা আঘাতে মুসলিমরা দিক্কিদিক শূন্য হয়ে পালাতে থাকে, একের পর এক সাহাবি শহীদ হতে থাকেন, অন্যরা আঘাতপ্রাপ্ত হোন। এত দুঃখকষ্টের উপর হঠাৎ গুজব ছড়িয়ে পড়ে ... নবিজি নিহত হয়েছেন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এ যেন কষ্টের উপর কষ্ট, দূর্যোগের উপর মহাদূর্যোগ।

সুরা আলে-ইমরানের ১৫৩ নং আল্লাহ বলেন:

اِذۡ تُصۡعِدُوۡنَ وَ لَا تَلۡوٗنَ عَلٰۤی اَحَدٍ وَّ الرَّسُوۡلُ یَدۡعُوۡکُمۡ فِیۡۤ اُخۡرٰىکُمۡ فَاَثَابَکُمۡ غَمًّۢا بِغَمٍّ

(স্মরণ কর) যখন তোমরা উঁচু জমির দিকে উঠছিলে এবং কারও দিকে ফিরে তাকানোর মত হুঁশটুকু তোমাদের ছিল না এবং রসূল তোমাদের পশ্চাত থেকে তোমাদেরকে ডাকছিল। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টের উপর কষ্ট প্রদান করলেন ...

এ অবস্থাটা আসলে কেমন ছিল বুঝা বোধহয় সম্ভব না, এরপরও কোনো সিরাহর বই থেকে পুরো ঘটনাটা পড়ে নিতে পারেন। এরপর অবশ্য আল্লাহ মুসলিমদের এ কষ্টকে ভুলিয়ে দিতে তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানেই তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন! (পরের আয়াত দেখুন)

এরকম একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন সায়্যিদুনা মুসা আলাইহিস সালাম। বনী ইসরাইলের এক ঝগড়াটে লোককে বাঁচাতে গিয়ে এক কিবতিকে ঘুসি মেরে বসেন মুসা। আর এক ঘুসিতেই সেই লোক মৃত্যুবরণ করে! ঠিক পরদিনই রাজপ্রাসাদের একজন রাজকীয় বাসিন্দা থেকে তিনি পরিণত হোন দেশান্তরি ফেরারি আসামিতে!

একজন মানুষকে হত্যার অনুশোচনা, ফিরাউনের শাস্তির ভয়, নিজ দেশ ছেড়ে শূন্যহাতে পরভূমে যাত্রা...। কি এক তীব্র কষ্ট ও দুশ্চিন্তাই না ছিল সেটা।

পরবর্তীতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়, মহান রব্ব তাঁকে সে সময়ের অনুগ্রহের কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন। সুরা ত্বহার ৩৭ থেকে পরবর্তী আয়াতগুলোতে:

وَلَقَدۡ مَنَنَّا عَلَيۡكَ مَرَّةً أُخۡرَىٰٓ ٣٧ إِذۡ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ٣٨ أَنِ ٱقۡذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقۡذِفِيهِ فِي ٱلۡيَمِّ فَلۡيُلۡقِهِ ٱلۡيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأۡخُذۡهُ عَدُوّٞ لِّي وَعَدُوّٞ لَّهُۥۚ وَأَلۡقَيۡتُ عَلَيۡكَ مَحَبَّةٗ مِّنِّي وَلِتُصۡنَعَ عَلَىٰ عَيۡنِيٓ ٣٩ إِذۡ تَمۡشِيٓ أُخۡتُكَ فَتَقُولُ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ مَن يَكۡفُلُهُۥۖ فَرَجَعۡنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيۡ تَقَرَّ عَيۡنُهَا وَلَا تَحۡزَنَۚ وَقَتَلۡتَ نَفۡسٗا فَنَجَّيۡنَٰكَ مِنَ ٱلۡغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونٗاۚ

আমি তো তোমার উপর আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। যখন আমি তোমার মাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যা জানাবার ছিল। যে, তুমি তাঁকে সিন্ধুকের মধ্যে রেখে দাও। তারপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। যেন দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেয়। ফলে তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে নেবে। আর আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও। যখন তোমার বোন এসে বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব কে এই শিশুর দায়িত্ব নিবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দিই। আর আমি তো তোমাকে বহুভাবে পরীক্ষা করেছি ...।

'বছর/বৎসর' এর একটি আরবি হলো - সানাহ (سَنَةٌ)। যেমন, সুরা বাকারার ৯৬নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন -

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে, যদি তাকে হাজার বছর আয়ূ দেয়া হতো।

কিন্তু আমাদের আজকের আলোচ্য শব্দ হলো, একটি ক্রিয়া - তাসান্নাহা (تَسَنَّهَ) যার অর্থ বিকৃত বা পরিবর্তিত হওয়া। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন সুরা বাকারার ২৫৯ নং আয়াতে, যেখানে সেই ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যাকে মৃত্যুর ১০০ বছর আল্লাহ পুনরায় জীবিত করেছিলেন।

قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ

আল্লাহ বললেন, ‘তুমি (মৃত অবস্থায়) কতক্ষণ ছিলে?’ সে বলল, ‘একদিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।’ তিনি বললেন, ‘বরং তুমি একশত বৎসর (মৃত অবস্থায়) অবস্থান করেছিলে। অথচ তোমার খাদ্য-সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করো, তা অবিকৃত রয়েছে।

অর্থাৎ ১০০ বছর (সানাহ) পার হওয়ার পরও খাদ্যগুলো বিকৃত, পরিবর্তিত (তাসান্নাহা) হয়নি। এটাই সানাহ শব্দের সাথে তাসান্নাহা শব্দের সম্পর্ক।

যেহেতু বছর অতিক্রান্ত হলে যে কোনো বস্তুতে পরিবর্তন সাধিত হয়। আর একারণেই যে খেজুর গাছ অনেকগুলো বছর পার করে ফেলেছে, তার ব্যাপারে বলা হয় - سَنَهَتِ النَّخْلَةُ

আরবিতে ফা, সাদ, লাম (فصل) এই মূল থেকে আসা সবগুলো শব্দের মাঝে সাধারণভাবে যে অর্থটা পাওয়া যাবে সেটা হলো - বিচ্ছিন্ন হওয়া বা একে অপর থেকে পৃথক হওয়া। যেমন, উটের বাচ্চাকে যখন তার মা থেকে আলাদা করে দেয়া হয়, সে বাচ্চাকে বলা হয় ফাসিল (فَصِيل); শরীরের জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধির আরবি হলো মাফসিল (مَفْصِل) কারণটা তো বুঝাই যাচ্ছে, জয়েন্ট দুটো হাড়কে পৃথক করে।

এবার কুরআনে আসা যাক। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ 'ফয়সালা' করবেন বা অন্য কথায় সত্য-মিথ্যা এবং বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের আলাদা করে দিবেন। তাই কিয়ামতের দিনের আরেক নাম ইয়ামুল ফাসল (فصل)। যেমন সুরা দুখানের ৪০নং আয়াতে আছে -

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

নিশ্চয় ফয়সালার দিনটি তাদের সকলের জন্যই নির্ধারিত আছে।

বাচ্চার দুধ ছাড়ানোকে বলা হয় ফিসাল (فصال), যেমন সুরা বাকারার ২৩৩ নং আয়াতে আছে -

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না।

তবে আমি ভাবছিলাম ফাসালা (فَصَلَ) ক্রিয়া দ্বারা তো বেরিয়ে পড়া অর্থ বুঝায়, এখানে কী পৃথক হয়? পরে বুঝলাম, যে স্থান বা লোকালয় থেকে কেউ বেরিয়ে পড়ে, সে ঐ স্থান ও মানুষজন থেকে আলাদা হয়ে যায়। যেমন, সুরা ইউসুফের ৯৪ নং আয়াতে এসেছে -

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ

আর কাফেলা যখন (মিসর থেকে) বেরিয়ে পড়ল, তাদের পিতা (বাড়ীর লোকজনকে) বলল, নিশ্চয় আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

[৩৬]

কোনো ফল যখন অনেক বেশি পেকে যায়, কিন্তু সেটা সেভাবেই রেখে দেয়া হয়, কী ঘটে? একসময় ফলের ভেতরটা এতটা ফুলে ওঠে যে খোসা ছাড়িয়ে বাইরে চলে আসে। এই অবস্থার বর্ণনা দিতে আরবরা বলত, (فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ عَنْ قِشْرِهَا)। যারা পাপাচারী, আল্লাহর আদেশের অবাধ্য, তাদের সাথে এই অবস্থার কোনো মিল আছে? তারাও যেন আল্লাহর দেয়া সীমারেখা ছাড়িয়ে বাইরে চলে এসেছে। এজন্যই পাপ করার একটি আরবি প্রতিশব্দ ফাসাকা, আর পাপী হলো ফাসিক। যেমনটা সুরা সাজদার ২০নং আয়াতে আছে,

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ

আর যারা পাপকাজ করে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম।

ঠিক একই সম্পর্ক বিশিষ্ট অবাধ্যতার আরো একটি পরিচিত আরবি শব্দ হলো তুগয়ান (طغيان)। যেমন সুরা নাজিয়াতের ১৭ং আয়াতে মুসা আলাইহিস সালামকে যখন ফিরাউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল,

اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى

ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

সীমালঙ্ঘন শব্দটা শুনলেই তো বুঝা যায় যে কেউ একজন সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে।

বিষয়টা আরো সুন্দর বুঝা যাবে, যখন দেখবেন ঠিক একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে নূহ আলাইহিস সালামের সময়কালের বন্যার বর্ণনার ক্ষেত্রে। সুরা হাক্কার ১১নং আয়াতে বলা হয়েছে,

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ

পানি যখন কূল ছাপিয়ে সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করালাম।

এজন্যই যে পাপাচারী, অবাধ্য সীমালঙ্ঘনের সব মাপকাঠি অতিক্রম করে ফেলে, সে হলো তাগুত (طاغوت)।

[৩৭]

ফা জিম রা (فجر) শব্দমূলের আদি অর্থ হলো - ছিদ্র, ফাঁক, ফাটল, চিড় ইত্যাদি।

কুরআনে বেশ কয়েকবার ঝর্ণার বর্ণনায় এই মূল থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ঝর্ণা বা প্রস্রবণ পাথর, পাহাড় ফেটে বের হয়। উদাহরণস্বরূপ, বনি ইসরাইল যখন মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিল, মুসা আলাইহিস সালামের দুয়ার জবাবে মহান আল্লাহ তাঁর সাথে থাকা লাঠি দ্বারা একটি পাথরে আঘাত করতে বলেন। সুরা বাকারার ৬০ নং আয়াতে,

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার কওমের জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, ‘তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত কর। ফলে তা থেকে উৎসরিত হল বারটি ঝরনা।

আচ্ছা, বলুন তো ভোরের আরবি কী? ফাজর (فَجْرٌ)। কারণ রাত্রির বুক চিরে ভোর আসে।

গত পর্বে বলেছিলাম, পাপীর আরবি ফাসিক। এর আরো একটি বহুল ব্যবহৃত প্রতিশব্দ হলো, ফাজির (فاجر), বহুবচনে ফুজ্জার ও ফাজারাহ। যেমন, সুরা ইনফিতারের ১৪ নং আয়াতে,

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

আর পাপীরা থাকবে জাহান্নামে।

এর সাথে ফাটল বা ছিদ্রের সম্পর্ক কী? বলা হয়ে থাকে, ফাজির পাপের ছিদ্র খুঁজতে থাকে, সে সুযোগ পেলেই পাপে লিপ্ত হয়। অথবা কারণ হলো পাপী ব্যক্তি ধার্মিকতা, পরহেজগারিতার পর্দাকে চিরে ফেলে। আল্লাহই ভালো জানেন।

[৩৮]

খিমার (خِمَار) শব্দের সাথে তো কমবেশি সবাই পরিচিত - মহিলারা যে ওড়না বা স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢাকে। এর বহুবচন হলো খুমুর (خُمُر); যেমনটা সুরা নূরের ৩১ নং আয়াতে এসেছে -

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ

আর তারা তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে।

এই শব্দমূলের আদি অর্থ হলো ঢেকে রাখা। খিমার শব্দে তা স্পষ্ট। এছাড়াও বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

خمّروا الآنية...

পাত্রগুলো ঢেকে রাখো ...।

কিন্তু আরো একটা পরিচিত শব্দের কথা কি মাথায় আসছে? খামর (خَمْر); মদ বা শুরা। যেমন সুরা মায়িদার ৯০নং আয়াতে এসেছে -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক তিরসমূহ ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

খামরের সাথে ঢেকে দেয়ার কি সম্পর্ক? বলা হয় যে, মদ বা নেশাজাতীয় পানীয় মস্তিস্ক বা আকল-বুদ্ধিকে আবৃত করে দেয়, যার ফলে নেশাচূর অবস্থায় কেউ ভালমন্দ পৃথক করতে পারে না। একারণে একে খামর বলা হয়।

[৩৯]

সদ্য আরবি শিখছে, এমন শিক্ষার্থীরাও (سَيَّارَة) শব্দের অর্থ জানে - কার (Car) বা মোটরগাড়ি। কিন্তু কুরআনেও তো سيارة শব্দটি আছে। যেমন, সুরা ইউসুফের ১৯নং আয়াতে,

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ

আর যখন একটি "সাইয়ারা" আসলো...।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময় যে মোটরগাড়ি ছিল না, এবিষয় তো অন্তত নিশ্চিত! তাহলে এর অর্থ কী?

আসলে এর মূল ক্রিয়া (سَارَ) এর মানে হলো- চলা, সামনে এগিয়ে যাওয়া, ভ্রমণ করা। যেমন, কুরআনেই বহুবার এসেছে,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না...?

অথবা নির্দেশসূচক রূপে,

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো...।

তো ব্যাপারটা হলো, যা কিছুই পথ চলে, সেটাই হলো "সাইয়ারা"। আগের দিনে যেটা ছিল, উটের কাফেলা। এখন সেটার স্থানে এসেছে মোটরগাড়ি। কিন্তু কালের পরিবর্তনের পরও সেই বাহনের নাম "সাইয়ারা"-ই রয়ে গেছে। তাহলে আরো একটা আয়াতে এর উদাহরণ দেখি?

সুরা মায়িদার ৯৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তোমাদের জন্য এবং "পথচারীদের" জন্য।

মুসাফির বা পথচারী তো পথই চলে তাই না? তাই তারাও সাইয়ারা।

তো, আমরা কী শিখলাম? শিখলাম যে, আরবি কোনো শব্দের আধুনিক অর্থকে কুরআনে প্রয়োগের আগে "একটু" চিন্তা করতে হবে।

[চলবে ... ইন শা আল্লাহ]